মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে আনোয়ার আফতাব আহমেদ, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (anwar.ahmed@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১১৫০.৪৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.১৮ শতাংশ, যা মার্চ'২৪ শেষের ৮.৯২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং জুন'২৫ এর নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি রয়েছে। *মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে (NDA) প্রবৃদ্ধির সূত্রে মার্চ'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকারের বর্ধিত ঋণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২২৩৬.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১৯ শতাংশ, যা জুন'২৫ এর লক্ষ্যমাত্রা ১২.০ শতাংশ ও মার্চ'২৪ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১২.১৪ শতাংশের তুলনায় কম। *বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি মার্চ'২৫ শেষে ১৬.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা মার্চ'২৪ শেষে ২০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। *সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় সাম্প্রতিক সরকারি ঋণের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৫৭ শতাংশ, যা জুন'২৫ শেষের প্রক্ষেপণ (৯.৮০ শতাংশ) এবং মার্চ'২৪ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১০.৪৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। *সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে নীতি সুদহারের বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের (crowding out effect) ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০২৭.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- মার্চ'২৫ শেষে খাদ্য মূল্যস্ফীতি (৮.৯৩ শতাংশ) অধিক মাত্রায় হ্রাস পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৫ শতাংশে। *সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি শীতকালীন শাক-সবজির আধিক্যে বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন স্বাভাবিকীকরণের ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা আলোচ্য সময়ে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।*
- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, খাদ্য মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ থেকে ১.৮৪ percentage point হ্রাস পেয়ে মে'২৫ শেষে ৯.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জুন'২৫ এর সংশোধিত মূল্যস্ফীতি সিলিং (৮.০ শতাংশ)-এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ মার্চ'২৫ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৮৮.৪৬ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়, যা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল ২১৫০.০২ বিলিয়ন টাকা। *উল্লেখ্য, জনসাধারণের নগদ অর্থ ধরে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি ও সরকারী (নিট) ঋণ বৃদ্ধির সূত্রে তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংক খাত অনেকটা চাপের মধ্যে ছিল। তবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.১৭ ও ১২.০৪ শতাংশ, যেখানে তা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.১০ শতাংশ ও ১১.৮৯ শতাংশ। *আমানতে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানত সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহারের সীমা অপরসারণ (মে'২৪ হতে) করার ফলে ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, ব্যাংক খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল ২০.২ শতাংশ। *পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান NPL সমস্যার সমাধান করা বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে নির্বাচিত কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি হলেও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ২৭৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ২৪২.০ মিলিয়ন ডলার ঘাটতি হয় (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৬৫৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।*
- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১৫৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- উক্ত ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১.৯১ শতাংশ ও ১১.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। এ ত্রৈমাসিকে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১০.৭২ শতাংশ ও ২৭.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- ডিসেম্বর-মার্চ ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ১.৬৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে দাঁড়ায় ১২২.০ টাকায়। সর্বশেষ, ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USD/BDT) ছিল ১২২.৬৭৬০ টাকা।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মার্চ'২৫ শেষে দাঁড়ায় ২৫৫১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অফিসিয়াল গ্রস) এবং ২০৩৮৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬) যা ৩.৮ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ০৪ জুন ২০২৫ তারিখে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৬০৬৪.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী ২০৭৬৬.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫)

বিশ্বব্যাপী দ্রুত trade tension বৃদ্ধি হওয়া ও নীতিগত অনিশ্চয়তার মধ্যে ২০২৫ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২.৮ শতাংশে নেমে আসবে এবং গ্লোবাল মূল্যস্ফীতি কিছুটা ধীরগতিতে হ্রাস পেয়ে ৪.৩ শতাংশ হবে মর্মে আশা[১] করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, এবং ক্রমবর্ধমান NPL সমস্যা মোকাবেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৭ শতাংশ ও ৯.৮ শতাংশ, যার বিপরীতে সর্বশেষ এপ্রিল'২৫ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১০.১৯ শতাংশ ও ৭.৫০ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ থেকে ১.৮৪ percentage point হ্রাস পেয়ে মে'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৯.০৫ শতাংশে। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৬৫৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২০৫৩৬.৮৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২১১৫০.৪৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (ডিসেম্বর'২৪ শেষে) ১.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে (মার্চ'২৪ শেষে) ১.৪৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। উৎস ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ যথাক্রমে ২.৭৪ শতাংশ ও ৪.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

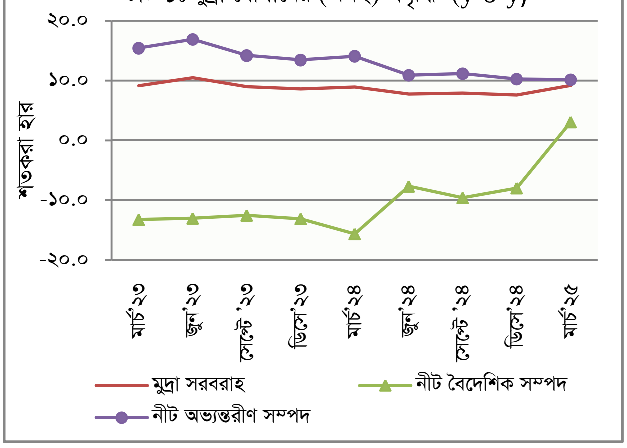

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এমর) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে M2 তে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৮.৯২ শতাংশ এবং জুন'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৪০ শতাংশের তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে ১০.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে (NDA) প্রবৃদ্ধির সূত্রে মার্চ'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকারের বর্ধিত ঋণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির মূল কারণ।

---

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২১৫০৯.৮৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ৩.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২২৩৬.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১৯ শতাংশ, যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও মার্চ'২৪ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১২.১৪ শতাংশের তুলনায় কম। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে (চার্ট-২)।

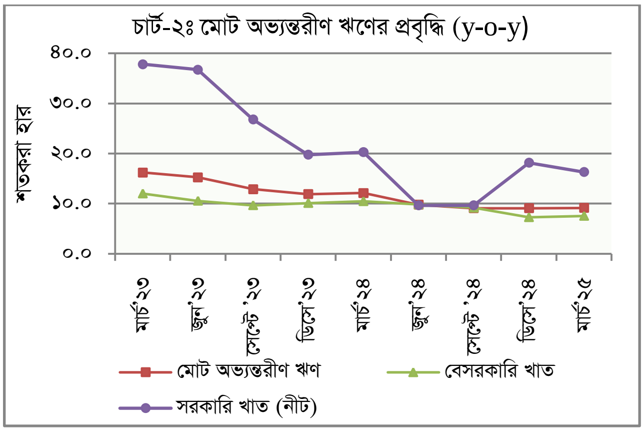

উৎসঃ পরিসংখ্যানবিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মার্চ'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (৭.৫৭ শতাংশ) জুন'২৫ প্রক্ষেপণের (৯.৮০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১০.৪৯ শতাংশ) তুলনায় কম ছিল। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ'২৪ শেষের ৭৮.৫০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৫ শেষে ৭৭.৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে নীতি সুদহারের বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের (crowding out effect) ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণস্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৪৫৪১.৩৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ১৬.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে মার্চ'২৪ শেষে তা ২০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় সাম্প্রতিক সরকারি ঋণের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৭৩.৪৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.৭০ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৬.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি (৭.৭০ শতাংশ) চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (মার্চ'২৪) নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের হার ছিল ১৫.৬৬ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০২৭.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা ৬.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে তা ৪.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি হয়েছে।

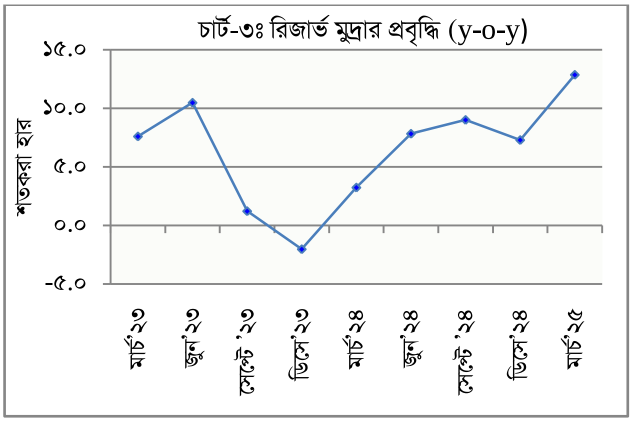

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিক তুলনায়, জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে রিজার্ভ মুদ্রায় মার্চ'২৫ শেষে ১২.৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়, যেখানে তা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল (চার্ট-৩)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

২। তারল্য পরিস্থিতি

মার্চ'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের পরবর্তী (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৮৮.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল ২১৫০.০২ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। জনসাধারণের নগদ অর্থ ধরে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে সরকারী (নিট) ঋণ বৃদ্ধির সূত্রে তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংকিং খাত অনেকটা চাপের মধ্যে ছিল। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

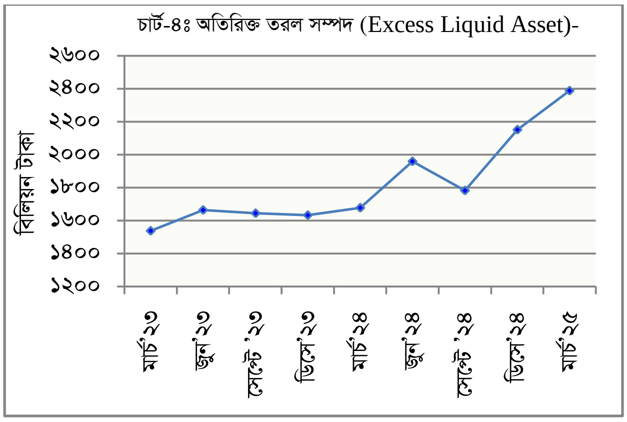

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.১৭ ও ১২.০৪ শতাংশ, যেখানে তা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.১০ শতাংশ ও ১১.৮৯ শতাংশ। আমানতে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানত সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহারের সীমা অপসারণ (মে'২৪ হতে) করায় ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

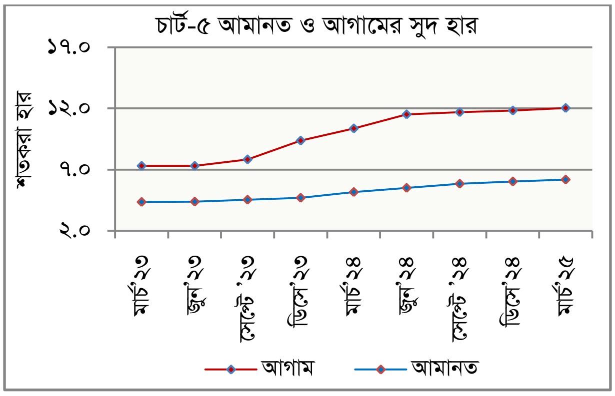

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ডিসেম্বর'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৩৪৫৭.৬৫ বিলিয়ন টাকায়, যা সেপ্টেম্বর'২৪ ও জুন'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ২৮৪৯.৭৭ বিলিয়ন টাকা ও ২১১৩.৯২ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান NPL সমস্যার সমাধান করা বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে নির্বাচিত কিছুব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

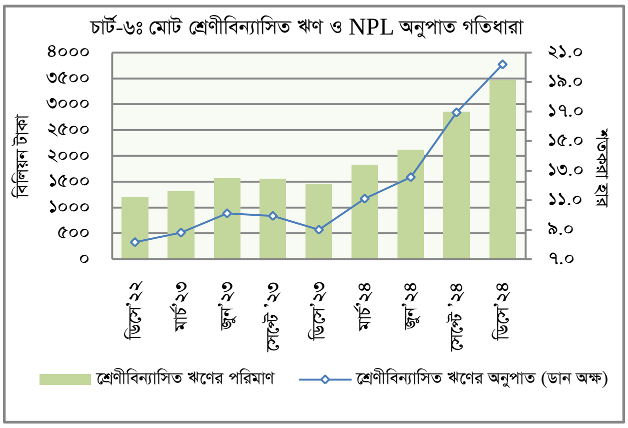

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ শেষের ১০.৮৯ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে মার্চ'২৫ শেষে ৯.৩৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি (৮.৯৩ শতাংশ) অধিক মাত্রায় হ্রাস পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি শীতকালীন শাক-সবজির আধিক্যে বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন স্বাভাবিকীকরণের ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা আলোচ্য সময়ে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

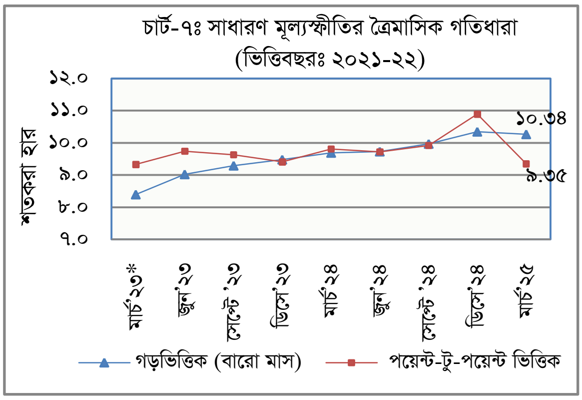

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, খাদ্য মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ থেকে ১.৮৪ percentage point হ্রাস পেয়ে মে'২৫ শেষে ৯.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জুন'২৫ এর সংশোধিত মূল্যস্ফীতি সিলিং (৮.০ শতাংশ)-এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৮.৫০ শতাংশ ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৮.৮০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০১ শতাংশ ছিল এবং মোট ২৩৪৭.৭৬ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ০.৫৮ শতাংশ কম। সর্বশেষ, ২৯ মে ২০২৫ তারিখে ভারিত গড় কলমানি সুদহার দাঁড়ায় ১০.১১ শতাংশ।

রেপো[২] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৫৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ৪৮১৯.১৬ বিলিয়ন টাকার ৪০১৯টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৬০টি নিলামে ৫৩১৬.৮৫ বিলিয়ন টাকার ৫৬৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ১৭টি নিলামে ২২৯.০৯ বিলিয়ন টাকার ৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৩]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৬১টি নিলামের মাধ্যমে ১৪১৭.৩১ বিলিয়ন টাকার ২৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৮৮০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৪৬.০১ বিলিয়ন টাকার ৫৪০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৯৯৬.১৩ বিলিয়ন টাকার ৬২৮৮টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৪৭০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৬৮.৮৮ বিলিয়ন টাকার ৩১৫৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩৮১.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৪৩৫৬টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ১০.২৩ শতাংশ থেকে ১২.৪০ শতাংশ। মার্চ'২৫ শেষে ট্রেজারি বন্ড স্থিতি ছিল ৪৯০৮.০০ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৬.৬৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৯টি নিলামে ১৮.৭৫ বিলিয়ন টাকার ১৬টি দরপত্র গৃহীত হয়।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৪৭টি নিলামের মাধ্যমে ২৯২.২৪ বিলিয়ন টাকার ১০৭টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০৭টি নিলামে ৫৫.২০ বিলিয়ন টাকার ১১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ এ সময়ে ০১টি নিলামে ৩.২৫ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সরকারি ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় হ্রাস পেলেও ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ট্রেজারি বিল ও বন্ডের গড় ভারীত বার্ষিক আয় হার পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের রেপোর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পেলেও Assured রেপো'র মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াসহ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১৫৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১.৯১ শতাংশ ও ১১.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১০.৭২ শতাংশ ও ২৭.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি হলেও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ২৭৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ

[২]দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্ত:ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[৩]নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে আর্থিক হিসাবে (financial account) ২৪২.০ মিলিয়ন ডলার ঘাটতি হয়েছে (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৬৫৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২২-২৩	অর্থবছর ২০২৩-২৪ স	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৪ স	অক্টোবর-ডিসেম্বর: অর্থবছর ২০২৫ সা	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৫ সা
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২৭৩৮৪**	**-২২৪৩৩**	**-৪৫৭১**	**-৫১২৫**	**-৫৬৬৮**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৩৬৪	৪০৮০৭	১০৮২৯	১১৭৭০	১১৫৪৯
আমদানি (f.o.b)	৭০৭৪৮	৬৩২৪০	১৫৪০০	১৬৮৯৫	১৭২১৭
সেবা	-৩১৩১	-৪২২৯	-১০৮৯	-১৩৬৯	-১৫৩০
প্রাইমারি ইনকাম	-৩৪০৭	-৪৩২৬	-১২২০	-১২৫৭	-১১৭০
সেকেন্ডারি ইনকাম	২২২৮৯	২৪৩৮৬	৬৩৮০	৭৩৬৮	৮০৯৩
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১৬১১	২৩৯১২	৬২৭৫	৭২৩৩	৮০০৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১১৬৩৩**	**-৬৬০২**	**-৫০০**	**-৩৮৩**	**-২৭৫**
মূলধনী হিসাব	৪৭৫	৫৫৩	১২৭	৬১	৫০
আর্থিক হিসাব	৬৮৮৯	৪৫১৬	**১৯০**	**১৯৫৭**	**-২৪২**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৮২২২**	**-৪৩০০**	**-১৩০৩**	**১০৪৭**	**-৬৫৬**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

মার্চ'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[8] হার দাঁড়ায় ১২২.০ টাকা, যা ডিসেম্বর'২৪ ও সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ছিল ১২০.০ টাকা। ডিসেম্বর-মার্চ ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হার শতকরা ১.৬৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়ে ৯৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয় করা হয়েছে, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫৫৬.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম।

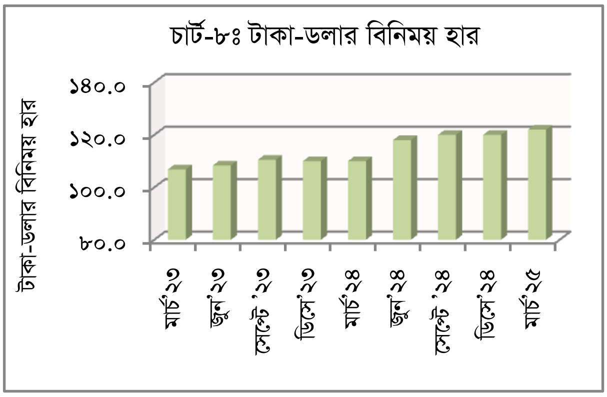

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য ডলারের spot ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange Rate System চালু রয়েছে। সর্বশেষ, ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate in USD/BDT) ছিল ১২২.৬৭৬০ টাকা।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক ডিসেম্বর'২৪ শেষের ১০১.৮৬ থেকে ০.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০২.০৫, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ১.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি ও ২.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

[8] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগৃহীত।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। সার্বিক লেনদেনের ঘাটতির সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কমে মার্চ'২৫ শেষে দাঁড়ায় ২৫৫১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অফিসিয়াল গ্রস) এবং ২০৩৮৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬) যা ৩.৮ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ০৪ জুন ২০২৫ তারিখে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৬০৬৪.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী ২০৭৬৬.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

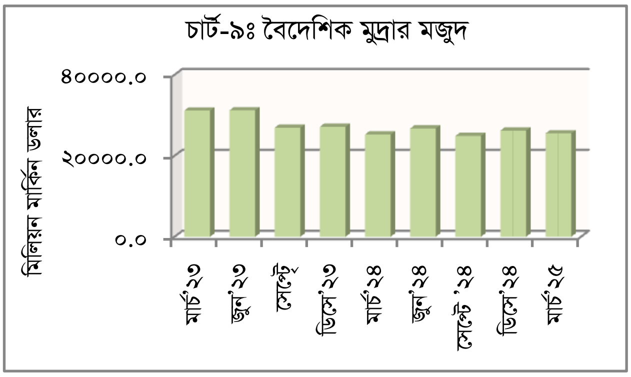

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মার্চ ০৪, ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এমপিডি-১১৬/২০২৫-৩০২ অনুযায়ী নগদ জমা সংরক্ষণের হার (CRR) দৈনিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৩.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে তা ৪.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ০৪ মার্চ ২০২৫, mar042025mpd01.pdf)
- জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বিবেচনায় সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড মোটরকার আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নগদ মার্জিন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে, অন্যান্য মোটরকার (সেডানকার, SUV, MPV ইত্যাদি) আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০% নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০২ জানুয়ারি ২০২৫, jan022025brpdl01.pdf)
- CMSME এবং নারী উদ্যোগ খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের (Green Finance) জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ৫% লক্ষ্যমাত্রার ২৫% CMSME খাতে (যার মধ্যে ১৫% নারী উদ্যোগ খাত) এবং ২০% নারী উদ্যোগ খাতে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এসএফডি, ১৭ মার্চ ২০২৫, mar172025sfdl02.pdf)
- ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে CMSME মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ ২০২৫ সাল অন্তে ২৫% এ উন্নীত করা এবং এবং প্রতিবছর অন্তত ০.৫% বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৯ সালের মধ্যে ন্যূনতম ২৭% এ উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর খাতভিত্তিক অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার: উৎপাদনশীল শিল্পে ন্যূনতম ৪০%, সেবা শিল্পে ন্যূনতম ২০% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৪০%; নারী উদ্যোগ/নারী উদ্যোক্তা খাতে CMSME মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫%। (বিস্তারিতঃ এসএমইএসপিডি, ১৭ মার্চ ২০২৫, mar172025smespd01.pdf)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে মাঝারি মাত্রার দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষত: খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরী ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী trade tension বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথে সমন্বিত প্রচেষ্টা বর্তমানে অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	পরিবর্তন সমূহ				
	২০২৫	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৩	২০২৩	ডিসেম্বর'২৪ এর তুলনায় মার্চ'২৫	সেপ্টেম্বর'২৪ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২৪	ডিসেম্বর'২৩ এর তুলনায় মার্চ'২৪	মার্চ'২৪ এর তুলনায় মার্চ'২৫	মার্চ'২৩ এর তুলনায় মার্চ'২৪
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৭৩.৪৩	২৫৫২.৭৬	২৬৫০.৯৭	২৫৯৪.৩৬	২৭৭৪.৬৪	৩০৭৫.৯৬	১২০.৬৭	-৯৮.২০	-১৮০.২৮	৭৯.০৭	-৪৮১.৬০
							(৪.৭৩)	-(৩.৭০)	-(৬.৫০)	(৩.০৫)	-(১৫.৬৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৮৪৭৬.৯৯	১৭৯৮৪.১০	১৭৬০০.৫২	১৬৭৭৮.০৬	১৬৩১৬.৮৪	১৪৭১০.৬৪	৪৯২.৯০	৩৮৩.৫৮	৪৬১.২২	১৬৯৮.৯৩	২০৬৭.৪২
							(২.৭৪)	(২.১৮)	(২.৮৩)	(১০.১৩)	(১৪.০৫)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২২২৩৬.৬৫	২১৫০৯.৮৫	২১০৬৩.০০	২০৩৬৪.৪৯	১৯৭১২.২২	১৮১৫৯.৫৭	৭২৬.৮০	৪৪৬.৮৫	৬৫২.২৭	১৮৭২.১৬	২২০৪.৯২
							(৩.৩৮)	(২.১২)	(৩.৩১)	(৯.১৯)	(১২.১৪)
i) সরকারি খাত (নীট)	৪৫৪১.৩৩	৪১৫৫.৭৭	৪০৬৮.১৪	৩৯০৪.০১	৩৫১৬.৫৮	৩২৪৫.৬২	৩৮৫.৫৬	৮৭.৬৩	৩৮৭.৪৩	৬৩৭.৩২	৬৫৮.৪০
							(৯.২৮)	(২.১৫)	(১১.০২)	(১৬.৩২)	(২০.২৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৫০০.১৯	৫০৩.৩১	৪৭২.৪২	৪৭৫.১৮	৪৮৮.৯৪	৪৪৫.৮৭	-৩.১২	৩০.৮৯	-১৩.৭৬	২৫.০২	২৯.৩১
							-(০.৬২)	(৬.৫৪)	-(২.৮১)	(৫.২৬)	(৬.৫৭)
iii) বেসরকারি খাত	১৭১৯৫.১২	১৬৮৫০.৭৭	১৬৫২২.৪৪	১৫৯৮৫.৩০	১৫৭০৬.৭০	১৪৪৬৮.০৮	৩৪৪.৩৬	৩২৮.৩৩	২৭৮.৬০	১২০৯.৮৩	১৫১৭.২২
							(২.০৪)	(১.৯৯)	(১.৭৭)	(৭.৫৭)	(১০.৪৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৭৫৯.৬৫	-৩৫২৫.৭৫	-৩৪৬২.৪৮	-৩৫৮৬.৪৩	-৩৩৯৫.৩৮	-৩৪৪৮.৯৩	-২৩৩.৯০	-৬৩.২৭	-১৯১.০৫	-১৭৩.২২	-১৩৭.৫০
							-(৬.৬৩)	-(১.৮৩)	-(৫.৬৩)	-(৪.৮৩)	-(৩.৯৯)
৩। মুদ্রা যোগান (এমং২) (১+২)	২১১৫০.৪৩	২০৫৩৬.৮৬	২০২৫১.৪৯	১৯৩৭২.৪২	১৯০৯১.৪৮	১৭৭৮৬.৬০	৬১৩.৫৭	২৮৫.৩৭	২৮০.৯৪	১৭৭৮.০১	১৫৮৫.৮২
							(২.৯৯)	(১.৪১)	(১.৪৭)	(৯.১৮)	(৮.৯২)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৮৯৬.২৯	৪৭৪৯.২০	৪৭৬৪.৬৩	৪৫৫৩.৭৫	৪৫১৭.২৮	৪৩৫২.৫২	১৪৭.০৯	-১৫.৪৪	৩৬.৪৭	৩৪২.৫৪	২০১.২৩
							(৩.১০)	-(০.৩২)	(০.৮১)	(৭.৫২)	(৪.৬২)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৯৬৪.৩২	২৭৬৩.৭২	২৮৩৫.৫৩	২৬১১.৯৫	২৫৪৮.৬০	২৫৪৬.৬৯	২০০.৬০	-৭১.৮২	৬৩.৩৫	৩৫২.৩৬	৬৫.২৭
							(৭.২৬)	-(২.৫৩)	(২.৪৯)	(১৩.৪৯)	(২.৫৬)
ii) তলবি আমানত	১৯৩১.৯৭	১৯৮৫.৪৮	১৯২৯.১০	১৯৪১.৮০	১৯৬৮.৬৮	১৮০৫.৮৪	-৫৩.৫১	৫৬.৩৮	-২৬.৮৮	-৯.৮৩	১৩৫.৯৬
							-(২.৭০)	(২.৯২)	-(১.৩৭)	-(০.৫১)	(৭.৫৩)
খ) মেয়াদি আমানত	১৬২৫৪.১৪	১৫৭৮৭.৬৬	১৫৪৮৬.৮৬	১৪৮১৮.৬৭	১৪৫৭৪.২০	১৩৪৩৪.০৮	৪৬৬.৪৮	৩০০.৮১	২৪৪.৪৭	১৪৩৫.৪৭	১৩৮৪.৫৯
							(২.৯৫)	(১.৯৪)	(১.৬৮)	(৯.৬৯)	(১০.৩১)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪০২৭.৩৪	৩৯৯৫.০০	৩৭৫২.৭৩	৩৫৬৭.৮৯	৩৭২৩.১৬	৩৪৫৬.০২	৩২.৩৪	২৪২.২৭	-১৫৫.২৬	৪৫৯.৪৪	১১১.৮৭
							(০.৮১)	(৬.৪৬)	-(৪.১৭)	(১২.৮৮)	(৩.২৪)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪০২.৭৪	২৩৫৭.৫১	২৩১৬.৬৬	২২৬৮.৯১	২৪৮১.৯৯	২৮০৫.৩১	৪৫.২৩	৪০.৮৪	-২১৩.০৮	১৩৩.৮৩	-৫৩৬.৪০
							(১.৯২)	(১.৭৬)	-(৮.৫৯)	(৫.৯০)	-(১৯.১২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৬২৪.৫৯	১৬৩৭.৪৯	১৪৩৬.০৭	১২৯৮.৯৮	১২৪১.১৭	৬৫০.৭১	-১২.৯০	২০১.৪২	৫৭.৮২	৩২৫.৬১	৬৪৮.২৮
							-(০.৭৯)	(১৪.০৩)	(৪.৬৬)	(২৫.০৭)	(৯৯.৬৩)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১০০১.২৫	৮৯৯.৭৪	১০৩৮.৩৩	১২৭৮.১০	১২৬৭.০৭	১১১৭.৯৮	১০১.৫১	-১৩৮.৫৯	১১.০৩	-২৭৬.৮৫	১৬০.১২
সরকারের নীট ঋণ							(১১.২৮)	-(১৩.৩৫)	(০.৮৭)	-(২১.৬৬)	(১৪.৩২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	২৫৫১২.০০	২৬২১৪.৮০	২৬৭১৪.২০	২৫২৩১.৭০	২৭১৩০.০০	৩১১৪২.৭০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)[#]	২৩৮৮.৪৬	২১৫০.০২	১৭৮০.৯১	১৬৭৭.০৯	১৬৩৩.০৫	১৫৩৭.৬০					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)		৩৪৫৭.৬৫	২৮৪৯.৭৭	১৮২২.৯৫	১৪৫৬.৩৩	১৩১৬.২১					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)		২০.২০	১৬.৯৩	১১.১১	৯.০০	৮.৮০					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২২.০০	১২০.০০	১১৮.০০	১১০.০০	১১০.০০	১০৬.৮০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০২.০৫	১০১.৮৬	১০০.০৯	১০৫.০৭	১০২.৪২	১০২.৬৫					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	১০.২৬	১০.৩৪	৯.৭৩	৯.৬৯	৯.৪৮	৮.৩৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)[@]											

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নিদের্শক;

[#]= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; [@]= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।